বিদআত ও গোমরাহি

তামিম মালিক

বিদাত ও গোমরাহি

📖 ভূমিকা

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين .

আলহামদুলিল্লাহ, সর্বপ্রথম আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি সেই মহান আল্লাহর প্রতি, যিনি আমাদের হিদায়াত দিয়েছেন এবং কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে সরল-সঠিক পথ অনুসরণের তাওফিক দিয়েছেন। দরূদ ও সালাম প্রেরিত হোক সেই শ্রেষ্ঠ মানব হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর প্রতি, যাঁর জীবনের প্রতিটি কাজ আমাদের জন্য আদর্শ, এবং যিনি স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন:
"كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار" – "প্রত্যেক বিদ'আত গোমরাহি, আর প্রত্যেক গোমরাহি আগুনে নিয়ে যায়।" **(সহিহ মুসলিম)**

আমাদের সমাজে ইসলাম পালনের নামে বহু এমন কার্যকলাপ প্রচলিত হয়ে গেছে, যার মূল নেই কুরআন বা সহিহ হাদিসে। বরং মানুষ ইচ্ছাকৃত বা অজান্তে বহু বিদআত গ্রহণ করেছে, যাকে 'ইবাদত' মনে করে করে চালিয়ে যাচ্ছে। দুঃখজনকভাবে এইসব বিদআত কখনো কখনো এতই প্রসারিত যে, যারা সুন্নাহর অনুসরণ করে তারা হয়ে ওঠে সংখ্যালঘু বা বিদ্বেষের শিকার।

এই বইটি আমি রচনা করছি—আহ্লে হাদিসদের মানহাজ অনুযায়ী—বিদআতের প্রকৃতি, ভয়াবহতা, ও সুন্নাহর গুরুত্ব বোঝানোর জন্য। এখানে কুরআন, সহিহ হাদিস এবং সাহাবাদের বক্তব্যের আলোকে দেখানো হবে কেন বিদআত হারাম, এবং কীভাবে তা ইসলাম থেকে ধীরে ধীরে মানুষকে বিচ্যুত করে দেয়।

আমার উদ্দেশ্য কারও প্রতি বিদ্বেষ নয়, বরং হিকমাহ ও দাওয়াহর মাধ্যমে মানুষকে আহ্বান জানানো—"আসুন, আমরা কেবল আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ–এর নির্দেশিত পথে ফিরে যাই।"

আল্লাহ যেন এই ক্ষুদ্র প্রয়াসকে কবুল করেন এবং একে হিদায়াতের মাধ্যম বানিয়ে দেন।
آمين يا رب العالمين

১.০

📘 অধ্যায় ১

📖 বিদআতের সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ

تعريف البدعة وأنواعها

১.১ বিদআতের ভাষাগত (**لغوي**) সংজ্ঞা:

আরবি ভাষায় "বিডআত (**البدعة**)" শব্দটি এসেছে **بَدَعَ** মূল ধাতু থেকে, যার অর্থ:

"কোনো কিছুকে নতুনভাবে শুরু করা যার পূর্বে কোনো উদাহরণ ছিল না।"

কুরআনে আল্লাহ বলেন,

بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
"আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা তিনি; যিনি পূর্বে কখনো এই সৃষ্টি করেননি।"
(সূরা আল-বাকারাহ: ১১৭)

অতএব, ভাষাগত অর্থে "বিদআত" মানে এমন কিছু, যা নতুনভাবে উদ্ভাবিত।

১.২ শরয়ী (ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায়) সংজ্ঞা:

শরিয়তের দৃষ্টিতে "বিদআত" বলা হয়:

"সে সমস্ত কাজকে, যা দীনের নামে করা হয় অথচ তা রাসূল ﷺ বা তাঁর সাহাবিদের যুগে ছিল না।"

নবী ﷺ বলেন:

"من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردٌّ"
"যে ব্যক্তি আমাদের এ দ্বীনে এমন কিছু উদ্ভাবন করল যা এর অন্তর্ভুক্ত নয়, তা প্রত্যাখ্যাত।"
(সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিম)

১.৩ বিদআতের প্রকারভেদ

ক) ইতিকাদী বিদআত (Aqeedah-based Innovations)

এগুলো বিশ্বাসের সঙ্গে জড়িত। যেমন:

- আল্লাহর গুণাবলীতে বিকৃতি আনা
- কবরবাসীর কাছে সাহায্য চাওয়া
- ওলি-আউলিয়াদের 'গায়েব জানা' বলা ইত্যাদি

✅ এগুলো অত্যন্ত বিপজ্জনক এবং কখনো কখনো শিরক পর্যন্ত গড়ায়।

খ) আমলী বিদআত **(Practical Innovations in Worship)**

যেমন:

- নামাজে নতুন ধরণের জিকির
- রাসূল ﷺ-এর সুন্নাহ ব্যতীত নতুন ইবাদত উদ্ভাবন করা
- শবে বরাত, মিলাদ, উরস, বিশেষ রাতে নির্দিষ্ট আমল নির্ধারণ ইত্যাদি

✅ এগুলো সুন্নাহর বিরোধিতা করে এবং ইবাদতের সৌন্দর্য নষ্ট করে।

গ) বিদআতের ছদ্মবেশে ভালো কাজ **(Good-looking but misleading)**

অনেক সময় মানুষ বলে:

“কাজটা তো ভালো, তাহলে সমস্যা কী?”

❌ উত্তর: দ্বীনে ভালো বলতে কিছু নেই যা রাসূল ﷺ বলেননি। ভালো মনে হলেও, যদি তা শরিয়ত স্বীকৃত না হয় – তবে তা বিদআত।

১.৪ আহ্লে হাদিসদের অবস্থান:

আহ্লে হাদিস বা আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ বিশ্বাস করেন:

- দ্বীনের উৎস হলো কুরআন ও সহিহ হাদিস
- সাহাবিদের যুগে যা ছিল না, এখন তা “ইবাদত” হিসেবে চালু করা বিদআত
- "সুন্দর বিদআত", "ভালো নিয়তের বিদআত" – এসব অজুহাতে ভুল বৈধ করা যায় না

🔚 উপসংহার:

- বিদআত হলো দ্বীনের মাঝে নতুন কিছু প্রবেশ করানো
- এটি শয়তানের একটি বড় চক্রান্ত
- কেবল রাসূল ﷺ-এর দেখানো সুন্নাহই যথেষ্ট, তাঁর পরে কেউ কিছু বাড়াতে পারে না

📌 আয়াত ও হাদিস সংক্ষেপে:

🔹 **"كل بدعة ضلالة"**

“প্রত্যেক বিদআত গোমরাহি।”
(সহিহ মুসলিম)

- "اليوم أكملت لكم دينكم"

“আজ আমি তোমাদের দ্বীন পূর্ণ করলাম।”
(সূরা আল-মায়িদা: ৩)

আপনি চাইলে:

- আমি এই অধ্যায়টি **PDF** ফরম্যাটে দিতে পারি
- অথবা পরের অধ্যায় (বিদআতের ভয়াবহতা কুরআন ও হাদিসে) লিখে দিতে পারি

২.০

এই অধ্যায়ে বিদআতের ভয়াবহতা এবং সমাজে এর ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

অধ্যায় ২: বিদআতের ভয়াবহতা ও এর সামাজিক প্রভাব

২.১ বিদআত কেন এত ভয়াবহ? (The Gravity of Bid'at)

ইসলামে বিদআতকে গুরুতর পাপ হিসেবে দেখা হয়। এর কারণগুলো হলো:

* দ্বীনের বিকৃতি: বিদআত দ্বীনকে তার আসল রূপ থেকে বিচ্যুত করে দেয়। আল্লাহ তায়ালা দ্বীনকে পূর্ণ করে দিয়েছেন, তাই নতুন কিছু যোগ করা মানে আল্লাহর দ্বীনকে অপূর্ণ মনে করা।

* সুন্নাহর বিলুপ্তি: যখন সমাজে বিদআতের প্রচলন বাড়ে, তখন মানুষ ধীরে ধীরে সুন্নাহকে পরিত্যাগ করে। একটি বিদআত চালু হলে তার বিপরীতে একটি সুন্নাত বিলুপ্ত হয়।

* ইবাদতের নামে শিরক বা কুফর: কিছু বিদআত এমন পর্যায়ে পৌঁছে যায় যা শিরক বা কুফরের দিকে ধাবিত করে। যেমন: কবরবাসীর কাছে সাহায্য চাওয়া বা ওলি-আউলিয়াদের গায়েব জানা মনে করা ইত্যাদি।

* আল্লাহর রাসূলের বিরোধিতা: রাসূলুল্লাহ (সা.) স্পষ্টভাবে বলেছেন, "প্রত্যেক বিদআত গোমরাহি, আর প্রত্যেক গোমরাহি আগুনে নিয়ে যায়।" সুতরাং বিদআত আল্লাহর রাসূলের নির্দেশের সরাসরি বিরোধিতা।

* আমল বাতিল হয়ে যাওয়া: বিদআতমূলক আমল আল্লাহর কাছে কবুল হয় না। নবী (সা.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি আমাদের এ দ্বীনে এমন কিছু উদ্ভাবন করল যা এর অন্তর্ভুক্ত নয়, তা প্রত্যাখ্যাত।"

* তওবার সুযোগ না থাকা: অধিকাংশ বিদআতী তাদের কাজকে ইবাদত মনে করে, ফলে তারা তওবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে না। এতে তাদের হেদায়েতের পথ রুদ্ধ হয়ে যায়।

২.২ বিদআতের সামাজিক প্রভাব (Social Impact of Bid'at)

বিদআত কেবল ব্যক্তিগত আমল নষ্ট করে না, বরং সমাজের ওপরও এর সুদূরপ্রসারী নেতিবাচক প্রভাব ফেলে:

* ঐক্য বিনষ্ট: বিদআত সমাজে বিভেদ ও মতপার্থক্য সৃষ্টি করে। যখন একদল লোক বিদআতকে আঁকড়ে ধরে এবং আরেকদল সুন্নাহর অনুসরণ করে, তখন তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হয়।

* ধর্মীয় বাড়াবাড়ি ও গোঁড়ামি: বিদআতের প্রচলন সমাজে ধর্মীয় বাড়াবাড়ি ও গোঁড়ামি তৈরি করে, যা ইসলামের সহজ-সরল প্রকৃতিকে জটিল করে তোলে।

* অর্থ ও সময়ের অপচয়: বিদআতী কার্যকলাপ পালনের জন্য অনেক সময় ও সম্পদ ব্যয় হয়, যা প্রকৃত ইবাদত বা জনকল্যাণমূলক কাজে লাগানো যেতে পারত।

* ইসলামের ভুল চিত্র উপস্থাপন: বিদআতীরা যখন নিজেদের কাজকে ইসলাম হিসেবে উপস্থাপন করে, তখন অমুসলিমদের কাছে ইসলামের একটি বিকৃত চিত্র ফুটে ওঠে, যা দাওয়াতের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করে।

* আহ্লে সুন্নাহর প্রতি বিদ্বেষ: যারা সুন্নাহর অনুসরণ করে, তারা সমাজে সংখ্যালঘু বা বিদ্বেষের শিকার হয়, কারণ তাদের বিদআতের বিরুদ্ধে অবস্থান অনেক সময় ভুল বোঝা হয়।

* জ্ঞান অন্বেষণে অনীহা: বিদআতী সমাজে অনেকে কুরআন ও সহিহ হাদিসের জ্ঞান অর্জনে আগ্রহী হয় না, বরং বাপ-দাদার রীতিনীতিকেই আঁকড়ে ধরে থাকে।

২.৩ বিদআত থেকে বাঁচার উপায় **(Protecting Oneself from Bid'at)**

বিদআতের এই ভয়াবহতা থেকে বাঁচার জন্য নিম্নোক্ত বিষয়গুলো অপরিহার্য:

* কুরআন ও সুন্নাহর গভীর জ্ঞান অর্জন: সহিহ ইলম অর্জন করা বিদআত থেকে বাঁচার প্রধান উপায়। আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রাসূলের নির্দেশিত পথ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা রাখা জরুরি।

* আহ্লে সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের মানহাজ অনুসরণ: সাহাবায়ে কেরাম এবং সালাফে সালেহীন যে পথে চলেছেন, সেই পথ অনুসরণ করা।

* উলামায়ে হক্কানীর সান্নিধ্য: কুরআন ও সুন্নাহর অনুসারী হক্কানী আলেমদের সাথে যোগাযোগ রাখা এবং তাদের কাছ থেকে দিকনির্দেশনা গ্রহণ করা।

* যুক্তি ও আবেগের ভারসাম্য: ধর্মীয় বিষয়গুলোতে আবেগপ্রবণ না হয়ে কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে বিচার-বিশ্লেষণ করা।

* দাওয়াতের কাজ: হিকমাহ ও সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে মানুষকে বিদআতের ভয়াবহতা সম্পর্কে সচেতন করা এবং সুন্নাহর দিকে আহ্বান করা

৩.০

এই অধ্যায়ে সমাজে প্রচলিত কিছু নির্দিষ্ট বিদআত এবং সেগুলোর শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করা হবে।

অধ্যায় ৩: সমাজে প্রচলিত কিছু বিদআত ও তার বিশ্লেষণ

প্রথম দুটি অধ্যায়ে আমরা বিদআতের সংজ্ঞা, প্রকারভেদ এবং এর ভয়াবহতা ও সামাজিক প্রভাব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এই অধ্যায়ে আমরা আমাদের সমাজে ব্যাপকভাবে প্রচলিত কিছু নির্দিষ্ট বিদআত চিহ্নিত করব এবং কুরআন, সুন্নাহ ও সাহাবায়ে কেরামের অনুসৃত পথের আলোকে সেগুলোর শরয়ী অবস্থান বিশ্লেষণ করব। আমাদের উদ্দেশ্য হলো, মানুষকে প্রচলিত ভুল ধারণা থেকে মুক্ত করে সঠিক ইবাদত পদ্ধতির দিকে ধাবিত করা।

৩.১ শবে বরাত ও শবে মেরাজের নামে প্রচলিত বিদআত

* শবে বরাত (লাইলাতুল বারাআত):

  * শবে বরাতের নামে প্রচলিত বিশেষ ইবাদত, যেমন - নির্দিষ্ট সংখ্যক রাকাত নফল নামাজ, হালুয়া রুটির আয়োজন, কবর জিয়ারতের বিশেষ নিয়ম ইত্যাদি।

  * এগুলো কুরআন ও সহিহ হাদিসে সমর্থিত নয়। এ রাতকে কেন্দ্র করে যে বিশেষ ফযীলতের কথা বলা হয়, তার অধিকাংশ ভিত্তিহীন বা দুর্বল হাদিস দ্বারা প্রমাণিত।

* আহ্লে হাদিসদের অবস্থান: এই রাতে বিশেষ ইবাদত উদ্ভাবন করা বিদআত।

* শবে মেরাজ (লাইলাতুল মেরাজ):

* শবে মেরাজের নামে বিশেষ ইবাদত, যেমন - মিলাদ মাহফিল, কিয়াম, রুটি বিতরণ ইত্যাদি।

* মেরাজের ঘটনা ইসরা ও মেরাজের নামে কুরআন ও সহিহ হাদিসে বর্ণিত হলেও, এই রাতে বিশেষ ইবাদত বা অনুষ্ঠান পালনের কোনো নির্দেশনা রাসূল (সা.) বা সাহাবিদের কাছ থেকে পাওয়া যায় না।

* আহ্লে হাদিসদের অবস্থান: মেরাজ একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, কিন্তু এই রাতে বিশেষ আমল বা উৎসব পালন করা বিদআত।

৩.২ মিলাদ ও কিয়াম

* মিলাদ মাহফিল:

* নবী (সা.)-এর জন্মদিন উপলক্ষে প্রচলিত মিলাদ মাহফিল ও তাতে পঠিত দরূদ ও সাল্লামের নির্দিষ্ট পদ্ধতি।

* রাসূল (সা.) বা সাহাবিদের যুগে জন্মদিন পালনের কোনো প্রচলন ছিল না। এটি পরবর্তীতে উম্মতের মধ্যে আবিষ্কৃত একটি প্রথা।

* আহ্লে হাদিসদের অবস্থান: মিলাদ মাহফিল একটি বিদআত, কারণ এটি ইবাদতের নামে নতুন প্রথা তৈরি করে।

* কিয়াম:

* মিলাদ মাহফিলে রাসূল (সা.)-এর আগমন কল্পনা করে দাঁড়িয়ে সম্মিলিতভাবে দরূদ ও সালাম পাঠ করা।

* এর কোনো ভিত্তি কুরআন বা সহিহ হাদিসে নেই। এটি একটি নব-আবিষ্কৃত প্রথা।

* আহ্লে হাদিসদের অবস্থান: কিয়াম করা বিদআত এবং তা শিরকের দিকেও ধাবিত করতে পারে।

৩.৩ কবর পূজা ও কবরকে কেন্দ্র করে প্রচলিত বিদআত

* কবরকে সেজদা করা বা তাওয়াফ করা:

* কবরকে ইবাদতের স্থান বানানো, কবরে বাতি জ্বালানো, চাদর চড়ানো, কবরের চারদিকে তাওয়াফ করা।

* এগুলো শিরক এবং স্পষ্ট হারাম কাজ।

* কবরবাসীর কাছে সাহায্য চাওয়া (ইস্তিগাসা):

* কবরবাসী পীর বা ওলি-আউলিয়াদের কাছে সন্তান, সম্পদ বা অন্য কোনো প্রয়োজন পূরণের জন্য প্রার্থনা করা।

* এটি সুস্পষ্ট শিরক, কারণ সাহায্য চাওয়ার একমাত্র সত্তা হলেন আল্লাহ তায়ালা।

* কবরকে কেন্দ্র করে উরস ও মেলা:

* মৃত পীর বা ওলিদের কবরের পাশে বার্ষিক উরস বা মেলা আয়োজন করা, যেখানে বিভিন্ন শিরকী ও বিদআতী কার্যকলাপ সংঘটিত হয়।

* আহ্লে হাদিসদের অবস্থান: কবরকে কেন্দ্র করে যত প্রকারের শিরক ও বিদআত প্রচলিত আছে, তার সবই হারাম ও বর্জনীয়।

৩.৪ জিকিরের নামে প্রচলিত বিদআত

* কোরানে বর্ণিত জিকির ব্যতীত নতুন ধরণের জিকির:

  * নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে সম্মিলিতভাবে উচ্চস্বরে জিকির করা যা সুন্নাহ সম্মত নয়।

  * আহ্লে হাদিসদের অবস্থান: সুন্নাহ সম্মত জিকিরের পদ্ধতি অনুসরণ করা উচিত, নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন করা বিদআত।

* বিশেষ সংখ্যায় জিকির বা ওজিফা নির্ধারণ যা সুন্নাহতে নেই:

  * নিজস্বভাবে কোনো আমলের সংখ্যা বা পদ্ধতি নির্ধারণ করে তা ইবাদত হিসেবে পালন করা।

  * আহ্লে হাদিসদের অবস্থান: ইবাদতের নিয়ম-কানুন রাসূল (সা.) কর্তৃক নির্ধারিত, এতে কোনো প্রকার সংযোজন বা বিয়োজন করা বিদআত।

৩.৫ অন্যান্য প্রচলিত বিদআত

* মৃত্যুকে কেন্দ্র করে প্রচলিত বিদআত:

  * মৃত ব্যক্তির জন্য কুলখানি, চল্লিশা, চেহলাম, ফাতেহা পাঠ, মীলাদ ইত্যাদি।

  * ইসালে সাওয়াবের নামে বিভিন্ন প্রথা যা শরীয়তে নেই।

  * আহ্লে হাদিসদের অবস্থান: এসব অনুষ্ঠান বিদআত এবং মৃত ব্যক্তির জন্য দোয়া ও ইসালে সাওয়াবের সহীহ পদ্ধতি অনুসরণ করা উচিত।

* মসজিদে প্রচলিত বিদআত:

  * নির্দিষ্ট কিছু দিনে বা রাতে বিশেষ ইবাদত নির্ধারণ, যেমন - শবে মেরাজ, শবে বরাত ইত্যাদি।

  * আহ্লে হাদিসদের অবস্থান: মসজিদে শুধু কুরআন ও সুন্নাহ সম্মত ইবাদত করা উচিত।

৪.০

অবশ্যই! "বিদআত ও গোমরাহি" বইটির চতুর্থ অধ্যায়ের জন্য একটি প্রস্তাবিত রূপরেখা নিচে দেওয়া হলো, যেখানে বিদআত কিভাবে শুরু হয় তার বিভিন্ন কারণ ও পর্যায় নিয়ে আলোচনা করা হবে।

অধ্যায় ৪: বিদআত কিভাবে শুরু হয়?

পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলোতে আমরা বিদআতের সংজ্ঞা, প্রকারভেদ, ভয়াবহতা এবং সমাজে প্রচলিত কিছু নির্দিষ্ট বিদআত সম্পর্কে জেনেছি। এই অধ্যায়ে আমরা বিদআতের উৎপত্তির কারণ এবং কিভাবে এটি সমাজে বিস্তার লাভ করে, সেই বিষয়গুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব। বিদআতের উৎসস্থল চিহ্নিত করা আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যাতে আমরা এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারি এবং দ্বীনের বিশুদ্ধতাকে রক্ষা করতে পারি।

৪.১ অজ্ঞতা ও ইলমের অভাব

* দ্বীনি জ্ঞানের স্বল্পতা: বিদআত সৃষ্টির অন্যতম প্রধান কারণ হলো কুরআন, সহীহ হাদিস এবং সালাফে সালেহীনের বুঝ সম্পর্কে অজ্ঞতা। যখন মানুষের মধ্যে সহীহ ইলমের অভাব দেখা দেয়, তখন তারা নিজেদের মনগড়া ব্যাখ্যা বা পূর্বপুরুষদের রীতিনীতিকে দ্বীনের অংশ মনে করে নেয়।

* কুরআন ও সুন্নাহ থেকে দূরত্ব: কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ থেকে দূরে সরে যাওয়ার কারণে মানুষ নতুন নতুন আমল উদ্ভাবন করে, যা তাদের কাছে 'ইবাদত' মনে হয় কিন্তু আসলে তা বিদআত।

৪.২ দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি ও গোঁড়ামি (আল-গুলুউ ফিদ্দিন)

* ইবাদতে বাড়াবাড়ি: কিছু মানুষ দ্বীনের ব্যাপারে অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করে এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভের আশায় এমন সব আমল উদ্ভাবন করে যা শরীয়তে নেই। তারা মনে করে, যত বেশি কঠিন বা নতুন আমল করা হবে, তত বেশি সওয়াব পাওয়া যাবে।

* ধর্মীয় আবেগ ও মহব্বতের নামে: রাসূল (সা.)-এর প্রতি ভালোবাসা বা সাহাবা ও আওলিয়াদের প্রতি মহব্বতের নামে এমন সব কাজ শুরু করা হয় যা শরীয়তসম্মত নয়। যেমন: মীলাদ, উরস ইত্যাদি।

* নিজেকে অন্যদের চেয়ে ধার্মিক প্রমাণ করার প্রবণতা: কিছু মানুষ সমাজে নিজেদেরকে বেশি ধার্মিক প্রমাণ করার জন্য এমন কিছু আমল শুরু করে যা অন্যরা করে না, আর সেগুলোকে দ্বীনের অংশ হিসেবে চালিয়ে দেয়।

৪.৩ পূর্বপুরুষদের অন্ধ অনুসরণ (তাকলীদ)

* বাপ-দাদার রীতিনীতিকে প্রাধান্য দেওয়া: অনেক সময় মানুষ তাদের পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে চলে আসা রীতিনীতিকে বিনা প্রশ্নে অনুসরণ করে, যদিও তা কুরআন ও সুন্নাহর পরিপন্থী হয়। তারা মনে করে, "আমাদের বাপ-দাদারা যা করে এসেছেন, সেটাই সঠিক।"

* মাযহাব বা পীরের অন্ধ অনুসরণ: কিছু লোক নির্দিষ্ট মাযহাব বা পীরের মতকে এতটাই অন্ধভাবে অনুসরণ করে যে, কুরআন ও সুন্নাহর সুস্পষ্ট দলীল সামনে এলেও তা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানায়। এটিও বিদআত সৃষ্টির একটি বড় কারণ।

৪.৪ দুর্বল ও জাল হাদিসের অনুসরণ

* দুর্বল হাদিসের উপর ভিত্তি করে আমল: কিছু মানুষ দুর্বল বা জাল হাদিসের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন আমল ও বিশ্বাস গড়ে তোলে, যা পরবর্তীতে বিদআতে পরিণত হয়। সহীহ হাদিস যাচাই করার জ্ঞানের অভাবে এই সমস্যা দেখা যায়।

* ভ্রান্ত ফযীলতের উপর নির্ভরতা: শবে বরাত বা অন্যান্য নির্দিষ্ট রাতের ক্ষেত্রে কিছু ভিত্তিহীন ফযীলতের বর্ণনা মানুষকে ঐসব রাতে বিশেষ আমল উদ্ভাবন করতে উৎসাহিত করে, যা পরবর্তীতে বিদআতে রূপ নেয়।

৪.৫ অমুসলিম সংস্কৃতির প্রভাব ও সাদৃশ্য অবলম্বন

* ইসলামে ভিন্ন সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ: অমুসলিমদের বিভিন্ন উৎসব বা রীতিনীতিকে নিজেদের দ্বীনের অংশ হিসেবে গ্রহণ করাও বিদআত সৃষ্টির একটি কারণ। উদাহরণস্বরূপ, খ্রিষ্টানদের জন্মদিন পালনের প্রথার অনুকরণে রাসূল (সা.)-এর জন্মদিন পালন।

* সাংস্কৃতিক প্রথাকে দ্বীনের অংশ মনে করা: বিভিন্ন স্থানীয় বা ঐতিহ্যবাহী প্রথা যা ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক, সেগুলোকে দ্বীনের অংশ মনে করে পালন করা।

৪.৬ ক্ষমতা বা কর্তৃত্বের অপব্যবহার

* শাসক বা প্রভাবশালীদের ভুল প্রচলন: অনেক সময় শাসক বা প্রভাবশালী ব্যক্তিরা অজ্ঞতার কারণে অথবা নিজস্ব স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য কিছু বিদআতী প্রথার প্রচলন করেন, যা সাধারণ জনগণ দ্বীনের অংশ মনে করে মেনে চলে।

* আলেমদের পদস্খলন: কিছু আলেম, হয় অজ্ঞতার কারণে অথবা দুনিয়াবী স্বার্থে, বিদআতকে বৈধতা দেন, যা সমাজে বিদআতের বিস্তারে সাহায্য করে।

৫.০

চলুন, "বিদআত ও গোমরাহি" বইটির পঞ্চম অধ্যায়ের জন্য একটি রূপরেখা তৈরি করা যাক, যেখানে কিছু মিথ্যা ও জাল হাদিস এবং সমাজে সেগুলোর প্রভাব নিয়ে আলোচনা করা হবে।

অধ্যায় ৫: কিছু মিথ্যা ও জাল হাদিস এবং তাদের প্রভাব

আগের অধ্যায়গুলোতে আমরা বিদআতের উৎপত্তি ও বিস্তারের কারণগুলো জেনেছি। এই অধ্যায়ে আমরা বিদআতের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ, অর্থাৎ সমাজে প্রচলিত কিছু মিথ্যা (মাওযু') ও দুর্বল (যঈফ) হাদিস সম্পর্কে আলোচনা করব। এইসব হাদিস কিভাবে মানুষের দ্বীনী বুঝকে প্রভাবিত করে এবং বিদআতের জন্ম দেয়, তা বিশ্লেষণ করা হবে।

৫.১ জাল হাদিস পরিচিতি ও তার ভয়াবহতা

* জাল হাদিস (মাওযু'): যে হাদিস মিথ্যাভাবে আল্লাহর রাসূল (সা.)-এর নামে তৈরি করা হয়েছে এবং তাঁর প্রতি মিথ্যা আরোপ করা হয়েছে।

  * ভয়াবহতা: রাসূল (সা.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা আরোপ করল, সে যেন জাহান্নামে তার ঠিকানা বানিয়ে নেয়।" (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)। জাল হাদিস প্রচার করা এই ভয়ঙ্কর শাস্তির কারণ।

* দুর্বল হাদিস (যঈফ): যে হাদিসের সনদ বা বর্ণনাকারী চেইনে কোনো দুর্বলতা আছে, এবং যা সহীহ বা হাসান হাদিসের শর্ত পূরণ করে না।

  * ভয়াবহতা: যদিও দুর্বল হাদিস জাল হাদিসের মতো গুরুতর নয়, তবে ইবাদত বা আহকামের ক্ষেত্রে দুর্বল হাদিসের উপর আমল করা বিদআতকে জন্ম দিতে পারে।

৫.২ জাল হাদিস সৃষ্টির কারণ

* ইসলামের শত্রুদের চক্রান্ত: ইসলামকে বিকৃত করার উদ্দেশ্যে কিছু লোক ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা হাদিস তৈরি করেছে।

* ধর্মীয় আবেগ ও মহব্বতের বাড়াবাড়ি: কিছু মুসলিম, নেক কাজের প্রতি অতিরিক্ত আবেগ বা রাসূল (সা.) ও আহলে বাইতের প্রতি মহব্বতের কারণে এমন হাদিস তৈরি করেছে যা তাদের উদ্দেশ্যকে সমর্থন করে।

* বিশেষ মাযহাব বা দলের পক্ষে প্রচারণা: নিজেদের মাযহাব বা গোষ্ঠীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার জন্য কিছু লোক মিথ্যা হাদিস তৈরি করেছে।

* কাছাকাছি আসার প্রলোভন: কিছু শাসক বা ধনী ব্যক্তির কাছাকাছি আসার জন্য আলেমদের কেউ কেউ তাদের মনঃপূত হাদিস তৈরি করেছে।

* অজ্ঞতা ও অসতর্কতা: কিছু ক্ষেত্রে যাচাই-বাছাই না করে হাদিস বর্ণনা করার ফলেও জাল হাদিস সমাজে ছড়িয়ে পড়েছে।

৫.৩ সমাজে প্রচলিত কিছু জাল ও দুর্বল হাদিস এবং তাদের বিশ্লেষণ

এই অংশে সমাজে বহুল প্রচলিত কিছু জাল বা দুর্বল হাদিস উল্লেখ করা হবে এবং সেগুলোর সহীহ অবস্থান তুলে ধরা হবে:

* শবে বরাত সম্পর্কিত হাদিস: শবে বরাতকে কেন্দ্র করে যে বিশেষ ফযীলতপূর্ণ নামাজ বা ইবাদতের কথা বলা হয়, তার অধিকাংশ হাদিস দুর্বল বা জাল। (উদাহরণস্বরূপ, কোনো নির্দিষ্ট সূরা দিয়ে ১০০ রাকাত নামাজ পড়ার ফযীলত)।

* মিলাদ সম্পর্কিত হাদিস: নবী (সা.)-এর জন্মদিন পালন বা মিলাদ মাহফিলের বিশেষ ফযীলত সংক্রান্ত হাদিসগুলো জাল বা ভিত্তিহীন।

* কবর জিয়ারত ও মাযারে দান সম্পর্কিত হাদিস: কবর জিয়ারতের নামে শিরক বা বিদআতমূলক কার্যকলাপকে উৎসাহিত করে এমন হাদিসগুলো জাল। (উদাহরণস্বরূপ, "অমুক পীরের মাজারে দান করলে অমুক ফল পাওয়া যায়" - এমন বর্ণনা)।

* কুলখানি, চল্লিশা, চেহলাম সম্পর্কিত হাদিস: মৃত ব্যক্তির জন্য বিশেষ অনুষ্ঠানের ফযীলত সংক্রান্ত হাদিসগুলো জাল বা ভিত্তিহীন।

* রাসূলের নূর সম্পর্কিত কিছু হাদিস: যেমন, "আমি নবী ছিলাম যখন আদম মাটি ও পানির মধ্যে ছিল" - এই জাতীয় হাদিসের অনেক রূপ জাল বা দুর্বল। যদিও রাসূলের (সা.) এর মর্যাদা অনেক ঊর্ধ্বে, কিন্তু এই ধরনের বর্ণনার বিশুদ্ধতা যাচাই করা জরুরি।

* সৃষ্টিকর্তার গুণাবলী বা মর্যাদা নিয়ে বাড়াবাড়ি: আল্লাহ তা'আলার গুণাবলী বা মর্যাদা নিয়ে বাড়াবাড়ি করা এমন কিছু হাদিস, যেমন – "আল্লাহর নূর থেকে রাসুল সৃষ্টি হয়েছেন" - এমন কথা যদি হাদিস বলে প্রচারিত হয়, তবে তার বিশুদ্ধতা যাচাই করা দরকার।

৫.৪ জাল ও দুর্বল হাদিসের প্রভাব

* বিদআতের জন্ম: জাল ও দুর্বল হাদিস সরাসরি বিদআতের জন্ম দেয়, কারণ মানুষ সেগুলোকে দ্বীনের অংশ মনে করে আমল শুরু করে।

* শিরকের বিস্তার: কিছু জাল হাদিস মানুষকে শিরকের দিকে ধাবিত করে, যেমন কবর পূজা বা পীর-ফকিরদের কাছে সাহায্য চাওয়া।

* দ্বীনের বিকৃতি: সঠিক ইসলামি আকিদা ও আমলকে বিকৃত করে দেয়।

* উম্মতের মধ্যে বিভেদ: জাল হাদিসের উপর ভিত্তি করে ভিন্ন ভিন্ন দল বা ফিরকার জন্ম হয়, যা উম্মতের ঐক্যকে নষ্ট করে।

* মূল সুন্নাহ থেকে বিচ্যুতি: মানুষ জাল হাদিসের পেছনে ছুটে আসল সুন্নাহকে ভুলে যায়।

৫.৫ জাল হাদিস থেকে বাঁচার উপায়

* সহীহ ইলম অর্জন: কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর গভীর জ্ঞান অর্জন করা।

* হাদিস শাস্ত্রের জ্ঞান: হাদিস যাচাই করার মূলনীতি সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান রাখা এবং বিশেষজ্ঞ আলেমদের শরণাপন্ন হওয়া।

* শুধুমাত্র নির্ভরযোগ্য উৎস থেকে জ্ঞান গ্রহণ: নির্ভরযোগ্য হাদিস গ্রন্থ ও আলেমদের থেকে দ্বীনি জ্ঞান গ্রহণ করা।

* আহ্লে সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের মানহাজ অনুসরণ: সালাফে সালেহীনদের অনুসৃত পথ অনুযায়ী দ্বীনকে বোঝা।

* সতর্কতা ও যাচাই-বাছাই: কোনো হাদিস বা বর্ণনা শোনার পর তা যাচাই না করে আমল না করা।

৬.০

হ্যাঁ, তাফসীর বা কুরআনের ব্যাখ্যা মিথ্যা হতে পারে। তাফসীর মানুষের তৈরি একটি জ্ঞান শাখা, এবং এর ব্যাখ্যাতে ভুল, মনগড়া বিশ্লেষণ, বা দুর্বল সূত্র থেকে নেওয়া তথ্য থাকতে পারে। যখন কোনো তাফসীর কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর মূলনীতি থেকে বিচ্যুত হয়, তখন তা 'মিথ্যা' বা 'ভ্রান্ত' তাফসীর হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

আপনার বই, "বিদআত ও গোমরাহি"-এর ষষ্ঠ অধ্যায়ের জন্য "মিথ্যা তাফসীর ও তার প্রভাব" বিষয়ক একটি রূপরেখা নিচে দেওয়া হলো:

অধ্যায় ৬: মিথ্যা তাফসীর এবং তার প্রভাব

পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলোতে আমরা বিদআত ও জাল হাদিসের আলোচনা করেছি। এই অধ্যায়ে আমরা বিদআতের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস, অর্থাৎ মিথ্যা বা ভ্রান্ত তাফসীর সম্পর্কে আলোচনা করব। কুরআন হলো আল্লাহর বাণী, কিন্তু এর ব্যাখ্যায় যদি মানবীয় ভুল বা উদ্দেশ্যমূলক ভ্রান্তি প্রবেশ করে, তাহলে তা দ্বীনের মূল ভিত্তিকে দুর্বল করে দেয় এবং সমাজে বিদআত ও গোমরাহির বিস্তার ঘটায়।

৬.১ তাফসীর কি মিথ্যা হতে পারে?

* তাফসীরের স্বরূপ: তাফসীর হলো কুরআনুল কারীমের অর্থ, ব্যাখ্যা এবং এর বিধানাবলীকে সুস্পষ্ট করা। এটি একটি মানবীয় প্রচেষ্টা, যা নির্ভরযোগ্য উৎস (কুরআন, সুন্নাহ, সাহাবাদের উক্তি, আরবী ভাষা ও ব্যাকরণ) এবং সঠিক পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে হওয়া উচিত।

* মিথ্যা হওয়ার কারণ: যখন কোনো তাফসীর এই মূলনীতিগুলো থেকে বিচ্যুত হয়, যেমন:

  * দুর্বল বা জাল হাদিসের উপর ভিত্তি করে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়।

  * শাব্দিক অর্থের বিকৃতি ঘটিয়ে মনগড়া ব্যাখ্যা দেওয়া হয়।

  * বিশেষ কোনো মতবাদ বা ফিরকার স্বার্থে আয়াতের অর্থকে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়।

  * ইসলামের মূলনীতি বা সহীহ আকিদার পরিপন্থী ব্যাখ্যা দেওয়া হয়।

  তখন সেই তাফসীরকে 'মিথ্যা' বা 'ভ্রান্ত' তাফসীর বলা যেতে পারে।

৬.২ মিথ্যা তাফসীর সৃষ্টির কারণ

* অজ্ঞতা ও ইলমের অভাব: তাফসীরকারীর যদি কুরআন, সুন্নাহ, আরবী ভাষা এবং উসূলে তাফসীর সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান না থাকে, তাহলে তার ব্যাখ্যায় ভুল হতে পারে।

* প্রবৃত্তি ও ব্যক্তিগত মতের অনুসরণ: নিজের কুপ্রবৃত্তি, ব্যক্তিগত ধারণা বা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য আয়াতের অর্থকে বিকৃত করা।

* ধর্মীয় বাড়াবাড়ি বা শিথিলতা: দ্বীনের ব্যাপারে চরমপন্থা বা অতি শিথিলতার কারণেও আয়াতের ভুল ব্যাখ্যা দেওয়া হয়।

* নির্দিষ্ট ফিরকা বা মতবাদের প্রতি অন্ধ সমর্থন: নিজের মাযহাব বা ফিরকার মতকে জোরদার করার জন্য কুরআনের আয়াতের ভুল ব্যাখ্যা করা।

* অ-আরবিভাষী ও সাধারণ মানুষের সরলতার সুযোগ গ্রহণ: অনেক সময় অসাধু ব্যক্তিরা সাধারণ মানুষের সরলতার সুযোগ নিয়ে মনগড়া তাফসীর প্রচার করে।

৬.৩ সমাজে প্রচলিত কিছু মিথ্যা বা ভ্রান্ত তাফসীর ও তাদের বিশ্লেষণ

এই অংশে সমাজে প্রচলিত কিছু আয়াতের ভুল ব্যাখ্যা উদাহরণ হিসেবে দেওয়া হবে:

* "নূর" সম্পর্কিত আয়াতের ভ্রান্ত তাফসীর:

* উদাহরণ: সূরা নূর (২৪:৩৫) এর "আল্লাহু নূরুস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ" (আল্লাহ আসমান ও যমীনের নূর) আয়াতের ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে বলা হয় যে, নবী মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর নূরের অংশ বা আল্লাহ থেকে সৃষ্ট নূর।

* বিশ্লেষণ: এই আয়াতের প্রকৃত অর্থ হলো, আল্লাহ তায়ালা আসমান ও যমীনের হেদায়েতদাতা এবং আলোস্বরূপ। এর দ্বারা নবী (সা.)-এর নূরের সৃষ্টি প্রমাণ করা যায় না। নবী (সা.) মানব হিসেবে সৃষ্ট এবং আল্লাহর প্রেরিত রাসূল। এই ধরনের ভ্রান্ত তাফসীর মীলাদ বা অন্যান্য বিদআতের ভিত্তি স্থাপন করে।

* "ওসীলা" সম্পর্কিত আয়াতের ভ্রান্ত তাফসীর:

* উদাহরণ: সূরা মায়েদা (৫:৩৫) এর "ওয়াবতাগূ ইলাইহিল ওয়াসীলাহ" (তাঁর নৈকট্য লাভের জন্য ওসীলা তালাশ করো) আয়াতের ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে মৃত পীর-আউলিয়াদের কবরে বা তাদের কাছে সাহায্য চাওয়াকে বৈধ প্রমাণ করা।

* বিশ্লেষণ: এই আয়াতের 'ওসীলা'র প্রকৃত অর্থ হলো, আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা যায় এমন সৎকর্ম এবং নেক আমল। এটি কোনো মৃত ব্যক্তির কাছে সাহায্য চাওয়া বা তাকে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে গ্রহণ করাকে বোঝায় না, যা সুস্পষ্ট শিরক। এই ভ্রান্ত তাফসীর কবর পূজা ও শিরকের কারণ।

* "শাফায়াত" সম্পর্কিত আয়াতের ভুল ব্যাখ্যা:

* উদাহরণ: কিছু আয়াতে শাফায়াতের (সুপারিশ) কথা থাকলেও, তার ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে বলা হয় যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্যরাও (পীর, ওলী) স্বাধীনভাবে শাফায়াত করতে পারেন, তাই তাদের কাছে শাফায়াত চাওয়া যায়।

* বিশ্লেষণ: শাফায়াত কেবলমাত্র আল্লাহর অনুমতি ও সন্তুষ্টি সাপেক্ষে হবে। আল্লাহ যাকে অনুমতি দেবেন, তিনিই শাফায়াত করতে পারবেন। সরাসরি পীর বা অলীর কাছে শাফায়াত চাওয়া স্পষ্ট শিরক।

* আওলিয়াদের গায়েব জানা সম্পর্কিত ভ্রান্ত তাফসীর:

* উদাহরণ: কিছু তাফসীর বা ব্যাখ্যায় এমন ধারণা দেওয়া হয় যে, আল্লাহর প্রিয় বান্দারা (আওলিয়া) গায়েব সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন।

* বিশ্লেষণ: কুরআন স্পষ্টভাবে ঘোষণা করে যে, গায়েবের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহর কাছেই। মানুষের মধ্যে কেউ গায়েব জানে না। এই ধরনের ভ্রান্ত তাফসীর পীর পূজা ও শিরকের দিকে ধাবিত করে।

৬.৪ মিথ্যা তাফসীরের প্রভাব

* আকিদার বিকৃতি: মিথ্যা তাফসীর মানুষের মৌলিক আকিদাকে দূষিত করে এবং তাদেরকে শিরক ও বিদআতের দিকে ঠেলে দেয়।

* বিদআতের জন্ম ও বিস্তার: জাল হাদিসের মতোই মিথ্যা তাফসীর বিদআতের জন্ম দেয় এবং সমাজে সেগুলোকে প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করে।

* দ্বীন সম্পর্কে ভুল ধারণা: মানুষকে ইসলামের সহজ-সরল পথ থেকে বিচ্যুত করে জটিল ও মনগড়া পথে পরিচালিত করে।

* কুরআনের উদ্দেশ্য নষ্ট হওয়া: কুরআনের আসল উদ্দেশ্য, যা হেদায়েত ও নূর, তা মিথ্যা তাফসীরের মাধ্যমে ঢাকা পড়ে যায়।

* উম্মতের মধ্যে বিভেদ: ভিন্ন ভিন্ন ভ্রান্ত তাফসীরের কারণে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে মতপার্থক্য ও বিভেদ সৃষ্টি হয়।

৬.৫ মিথ্যা তাফসীর থেকে বাঁচার উপায়

* কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর জ্ঞান অর্জন: কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর মৌলিক জ্ঞান অর্জন করা এবং তাফসীর বোঝার জন্য নির্ভরযোগ্য উৎস (যেমন: তাফসীর ইবন কাসীর, তাফসীর সা'দী, তাফসীরে ফাতহুল কাদীর ইত্যাদি) অনুসরণ করা।

* সালাফে সালেহীনদের বুঝ অনুসরণ: সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন এবং তাবে-তাবেঈনদের (সালাফে সালেহীন) কুরআন বোঝার পদ্ধতিকে অনুসরণ করা।

* বিশ্বস্ত উলামায়ে কেরামের শরণাপন্ন হওয়া: দ্বীনি বিষয়ে নির্ভরযোগ্য ও সুন্নাহপন্থী আলেমদের কাছ থেকে জ্ঞান গ্রহণ করা।

* যুক্তি ও প্রমাণের উপর ভিত্তি করে তাফসীর গ্রহণ: আবেগ বা ব্যক্তিগত পছন্দ নয়, বরং কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর দলীল ও প্রমাণের ভিত্তিতে তাফসীর গ্রহণ করা।

* আল্লাহর কাছে হেদায়েতের জন্য দোয়া করা: ভুল পথ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া।

উপসংহার

তাফসীর কুরআন বোঝার একটি অপরিহার্য মাধ্যম। কিন্তু যদি তাফসীরে মিথ্যা বা ভ্রান্ত ব্যাখ্যা ঢুকে পড়ে, তবে তা দ্বীনের মূল ভিত্তিকেই নাড়িয়ে দেয় এবং মুসলিম উম্মাহকে গোমরাহির পথে ধাবিত করে। এই অধ্যায়ে আমরা মিথ্যা তাফসীরের স্বরূপ, কারণ এবং এর ভয়াবহ প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করেছি। আমাদের সকলের কর্তব্য হলো, কুরআন বোঝার ক্ষেত্রে সর্বদা সতর্ক থাকা এবং নির্ভরযোগ্য উৎস ও সঠিক মানহাজ অনুসরণ করা, যাতে আমরা আল্লাহর কালামের সঠিক অর্থ উপলব্ধি করতে পারি এবং বিদআত ও গোমরাহি থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারি। আল্লাহ আমাদের হেদায়েত দান করুন। আমিন

(সমাপ্ত)